# সময়ের সীমা পেরিয়ে

শিহাব আহমেদ তুহিন

রাইয়ান প্রকাশন

পাওয়া রেফারেন্স। রেফারেন্সের ক্ষেত্রে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি রেখতা ফাউন্ডেশনকে (rekhta.org), যাদের বদৌলতে আমি অসংখ্য বই বিনামূল্যে পড়তে পেরেছি। যাদের পরিশ্রম এই বইয়ে কবিতাগুলোর সংকলন ও তাদের উৎস খুঁজে বের করা অনেকখানি সহজ করে দিয়েছে।

এছাড়া এমন কিছু কবিতা উল্লেখ করেছি, তা ঠিক কে লিখেছেন তা জানা যায় না। উর্দু ভাষার বড়ো বড়ো গবেষকরাও বের করতে ব্যর্থ হয়েছেন এসব কবিতার কবিদের পরিচয়। তবে উর্দু কবিতার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় মানুষ এসব অজ্ঞাত (نامعلوم) কবিদের কবিতা মানুষ পড়ে আসছে যুগ যুগ ধরে।

লেখালিখির সাথে যাদের বসবাস, তারা জানেন—অনুবাদ একটি জটিল শিল্প। কেউ কেউ আক্ষরিক অনুবাদের বিরোধী সঙ্গত কারণেই। এতে অনুবাদটা পড়া বিরক্তিকর হয়ে যায়। কেউ আবার সহজপাঠ্য করতে গিয়ে অনুবাদটা এতো পাল্টে ফেলেন যে, তাতে মূল লেখকের লেখা খুঁজে পেতেই কষ্ট হয়। আমি এই দুই পথের মাঝখান দিয়ে চলার চেষ্টা করেছি এ বইতে। কতোটুকু পেরেছি, নাকি হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছি—তা বিচারের দায়ভার পাঠকের ওপর রইলো।

উর্দু ভাষা ও উর্দু কবিতায় আমার হাঁটা-চলা নিজে নিজেই। কারও তত্ত্বাবধানে না। তাই এখানে আমার দ্বারা ভুল-ত্রুটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কোনো ভুল কারও চোখে পড়লে আমাকে জানানোর অনুরোধ রইলো।

আর অনুবাদের স্টাইল নিয়ে যদি কারও আপত্তি থাকে, তবে বলবো—সবকিছুতে সবাই একরকম হয় না। আমাদের স্টাইল আলাদা বলেই

আমরা আলাদা মানুষ। থাকি না কিছু ব্যাপারে আমরা আলাদা। কতো ব্যাপারেই তো আমরা একরকম। এটা নিয়ে আমার নিজের একটা শে’র আছে।

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন! বইটাতে আমার নিজের লেখা কয়েকটি শে’র রাখার ধৃষ্টতাও আমি দেখিয়েছি। ক্ষমার অযোগ্য এমন এক অপরাধের ওপর জন্ম নেয়া আমার এই শে’রটি দিয়েই লেখাটা শেষ করছি—

ایک بات پہ الگ ہو کے ہم بھول جاتے

سو باتوں پہ ہم ایک ہیں

“এক ব্যাপারে আলাদা হয়ে আমরা ভুলে যাই—

কতোশতো ব্যাপারে আমরা এক।”

শিহাব আহমেদ তুহিন

টঙ্গী, গাজীপুর।

২৬শে জুলাই, ২০২৫।

ই-মেইলঃ yshihab05@gmail.com

৪.

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات

ওই এক সিজদা যেটা দিতে তোর এতো কষ্ট লাগছে!

ওই সিজদাই তোকে হাজার সিজদা দেয়া থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

আল্লামা ইকবাল (পাঞ্জাব, পাকিস্তান, ১৮৭৭-১৯৩৮)

৫.

الٰہی! خواب تھا، یا وہ خیال تھا، کیا تھا؟

وہ واقعی تھا کہ، یا احتمال تھا، کیا تھا؟

এলাহি! ওটা স্বপ্ন ছিলো, না চিন্তা ছিলো—ওসব কী ছিলো?

সে বাস্তবে ছিলো, না কল্পনায় ছিলো—আসলেই কি ছিলো?

এশ দেহলভি (দিল্লি, ভারত, ১৭৭৯-১৮৭৪)

---

৪ কুল্লিয়াতে ইকবাল—আল্লামা ইকবাল, পৃষ্ঠাঃ ৪৯৯ (এডুকেশনাল পাবলিশিং হাউস, দিল্লি, ২০১৪)

৫ কুল্লিয়াতে এশ—ড. হাবিবা বানো, পৃষ্ঠাঃ ৯৫ (তারাক্কিয়ে উর্দু ব্যুরো, নয়াদিল্লি, ১৯৯২)

১১.

میں چاہتا تھا کہ اس کو گلاب پیش کروں

وہ خود گلاب تھا اس کو گلاب کیا دیتا

وہ جس نے دیکھا نہیں عشق کا کبھی مکتب

میں اس کے ہاتھ میں دل کی کتاب کیا دیتا

ওকে দিতে চেয়েছিলাম গোলাপ ফুল,
কিন্তু গোলাপকে কি কখনো গোলাপ দেয়া যায়?
যে দেখেনি কখনো ভালোবাসার ইশকুল,
তাকে কি আর হৃদয়ের বইটা পড়তে দেয়া যায়?

আফজাল এলাহাবাদি (উত্তর প্রদেশ, ভারত, ১৯৮৪)

১১ চেরাগোঁ মে লাহু—আফজাল এলাহাবাদি, পৃষ্ঠাঃ ৮০

১৭.

ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں

ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے

হাজারোবার হাজারো দিকে বারবার তাকিয়েছিলাম—

তোমায় একটিবার দেখতে কতোই না মরিয়া ছিলাম!

রাহাত ইন্দোরি (মধ্য প্রদেশ, ভারত, ১৯৫০–২০২০)

১৮.

اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے

تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے

যদি ও জিজ্ঞেস করে, ‘বলো তো! কী এতো কষ্ট তোমার?’

যদি ও জিজ্ঞেসই করত, থাকত কি কোনো কষ্ট আমার?

---

১৭ কবির মুখ থেকে শোনা।

১৮ কবির পরিচয় অজ্ঞাত।

৪৮.

مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور

تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے

جو پیرہن اس کا ہے، وہ مذہب کا کفن ہے

মুসলিমরা এখন বানিয়ে নিয়েছে হারামের নতুন আরেক সীমা,

(ইব্রাহিমের পিতা) আযরের সভ্যতা বানিয়ে নিয়েছে অনেক প্রতিমা।

সেই খোদাগুলোর মধ্যে সবচে’ বড়ো খোদা—তার দেশ এখন,

নতুন এই দ্বীনের পোশাকেই ইসলামকে পরানো হচ্ছে কাফন।

আল্লামা ইকবাল (পাঞ্জাব, পাকিস্তান, ১৮৭৭–১৯৩৮)

৪৮ বাঙ্গে দারা—আল্লামা ইকবাল, পৃষ্ঠাঃ ১১৮–১১৯ (আদলিয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৯০)

**৫৫.**

چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے

ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو

মন মাতানো সুরভী আর চোখ জুড়ানো রঙ—
এ দুয়ে মিলেই ফুল, ফুল হয়।
যদি আমার কেবল আমিই থাকলাম—
তবে আমি কি আমি থাকলাম?
যদি তোমার কেবল তুমিই থাকলে—
তবে তুমি কি তুমি থাকলে?

সারশার সেইলানি (পাঞ্জাব, ভারত, ১৯১৪–১৯৬৯)

৫৫ দস্তাবেজ—আজিজ নাবিল, পৃষ্ঠাঃ ২৩৩ (হামিদি প্রিন্ট, নয়াদিল্লি, ২০১৩–১৪)

**৭৯.**

یادیں پاگل کر دیتی ہیں

باتیں پاگل کر دیتی ہیں

دن تو خیر گزر جاتا ہے

راتیں پاگل کر دیتی ہیں

সেই স্মৃতিগুলো আমায় পাগল করে দেয়।
সেই কথাগুলো আমায় পাগল করে দেয়।
দিনের ব্যস্ততা আমায় সব ভুলিয়ে দেয়,
এই রাতগুলো আমায় পাগল করে দেয়।

নুন মীম দানেশ (করাচি, পাকিস্তান, ১৯৫৮)

---

৭৯ কবির মুখ থেকে শোনা।

৮৪.

جن کو اپنی خبر نہیں اب تک

وہ مرے دل کا راز کیا جانیں

যে নিজের মনেরই খবর জানলো না এখনো,

সে কি জানবে আমার মনের খবর কখনো?

দাগ দেহলভি (দিল্লি, ভারত, ১৮৩১–১৯০৫)

৮৫.

تم نے کیا نہ یاد کبھی بھول کر ہمیں

ہم نے تمہاری یاد میں سب کچھ بھلا دیا

তুমি ভুল করেও কখনো আমায় মনে করলে না!

আর আমি তোমায় মনে রেখে সব ভুলে গেছি।

শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর (দিল্লি, ভারত, ১৭৭৫–১৮৬২)

---

৮৪ ইন্তেখাবে কুল্লিয়াতে দাগ, পৃষ্ঠাঃ ৫১ (আল-হামারা পাবলিশিং, ২০০৩)

৮৫ গজল এনসাইক্লোপেডিয়া, পৃষ্ঠাঃ ৯৫ (মারকাযে আদাবে উর্দু, লক্ষ্ণৌ, ১৯৮২)

১১৩.

جن کی تعبیر میں ملے وحشت

ایسے خوابوں پہ بار آنکھیں ہیں

যে স্বপ্নের ব্যাখ্যাতে ভয় পাই ভীষণ!

সে স্বপ্নই চোখে বারবার করে বিচরণ।

ফৌজিয়া রাব্বাব (গোয়া, ভারত, ১৯৮৮)

১১৪.

طلاق دے تو رہے ہو عتاب و قہر کے ساتھ

مرا شباب بھی لوٹا دو میری مہر کے ساتھ

তালাক তো দিচ্ছিস ক্রোধ আর দেমাগের সাথে,

এখন আমার যৌবনও ফিরিয়ে দে মোহরের সাথে।

সাজিদ সাজনি (উত্তর প্রদেশ, ভারত, ১৯২২–১৯৮৯)

---

১১৩ আখোঁ কে উস পার—ফৌজিয়া রাব্বাব, পৃষ্ঠাঃ ৫৪ (আরশিয়া পাবলিকেশন্স, দিল্লি, ২০১৭)

১১৪ ২০২০ কি নুমাইন্দা গাজলেঁ—রামেশ কাওয়াল (হিন্দি), পৃষ্ঠাঃ ৬৯ (এনিবুক, ২০২০)

২৪২.

سامنے والے کو ہلکا جان کر بھاری ہیں آپ
آپ کا معیار دیکھا کتنے معیاری ہیں آپ
اف تلک کرتے نہیں ظل الٰہی کے خلاف
آپ کو دربار کی عادت ہے درباری ہیں آپ

সামনের জনকে দুর্বল পেয়ে হন প্রতাপশালী, আপনি!
ক্ষমতার দৌড় দেখেছি আপনার, কতো শক্তিশালী আপনি!
'উফ' পর্যন্ত হয় না বলার সাহস, ক্ষমতাবানদের কাছে গিয়ে,
আপনার আছে খুব পা-চাটার অভ্যাস, চামচাশালী আপনি!

আব্বাস কামার (উত্তর প্রদেশ, ভারত, ১৯৯৪)

২৪২ কবির মুখ থেকে শোনা।

৩০১.

اپنی قسمت میں سبھی کچھ تھا فقط پھول نہ تھے

تم اگر پھول نہ ہوتے تو ہمارے ہوتے

আমার ভাগ্যে সব ছিলো, ছিলো না শুধু ফুল—

তুমি যদি 'ফুল' না হতে, আমার হতে।

আশফাক নাসির (পাঞ্জাব, পাকিস্তান)

৩০২.

اب جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی

اس کو کہتے ہیں انتظار میاں

এই যে পাথরটাকে দেখছো, এটাও একসময় মানুষ ছিলো—

একে অপেক্ষা বলে, জনাব!

আফজাল খান (পাঞ্জাব, পাকিস্তান, ১৯৭৫)

---

৩০১ কবির মুখ থেকে শোনা।

৩০২ কবির মুখ থেকে শোনা।

৩৪৩.

ٹوٹ رہی ہے ہر دن مجھ میں اک مسجد

اس بستی میں روز دسمبر آتا ہے

ভেঙ্গে পড়ছে প্রতিদিন আমার ওপর একটা করে মসজিদ,
তোমাদের এই নগরীতে প্রতিদিন একটা করে ডিসেম্বর আসে।

রাহাত ইন্দোরি (মধ্য প্রদেশ, ভারত, ১৯৫০-২০২০)

৩৪৪.

بزدل نہیں ہوں میں، مجھے ظلم کرنا نہیں آتا

جتنا تم گر سکتے ہو، اتنا گرنا نہیں آتا

কাপুরুষ নই আমি, শুধু পারবো না তোমার মতো জালিম হতে;
যতোটা নীচে নামবে তুমি, পারবো না নামতে ততোটা নীচে।

শিহাব আহমেদ তুহিন (গাজীপুর, বাংলাদেশ, ১৯৯৪)

---

৩৪৩ লামহে লামহেঃ রাহাত ইন্দোরি শায়ের অওর শাখস—তারিক শাহীন, পৃষ্ঠাঃ ২৩ (মাকতাবা জামিয়া লিমিটেড, নয়াদিল্লি, ২০০২)
১৯৯২ সালের ৬-ই ডিসেম্বর ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে। কবিতাটিতে সে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
৩৪৪ নিজের কবিতা।

৩৪৯.

اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ

املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ

ناحق کے لئے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ

شمشیر ہی کیا نعرۂ تکبیر بھی فتنہ

করে যদি আল্লাহ থেকে দূর, তবে তা'লিমও (শিক্ষাও) ফিতনা।

টাকাও, সন্তানও, জাগিরও (সম্পদও) ফিতনা।

অন্যায়ের জন্যে যদি ওঠে, তবে শামশিরও (তলোয়ারও) ফিতনা।

শামশির তো পরে, নারায়ে তাকবিরও ফিতনা।

সারফারাজ বাজমি (রাজস্থান, ভারত)

---

৩৪৯ কবির মুখ থেকে শোনা।